ইউনিট ১৪

সমাজকর্ম পেশা ও বাংলাদেশে এর অবস্থান

ভূমিকা

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি, কারিগরি ও শিল্প সভ্যতার আবির্ভাবে সহজ সরল সমাজকাঠামো ভেঙ্গে এক অভিনব জটিল সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় সনাতন সমস্যাগুলো ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করে। মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনেও বহু নুতন ও বিচিত্র ধর্মী সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় দানশীলতা ও বিপদাপন্নকে সাহায্যদানে পুরানো ধারণা এসব নুতন ও জটিল সমস্যার মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয় সমাজের সনাতন সংস্থা, পরিবার, গোষ্ঠি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এসকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। এই অসামর্থ্য থেকেই প্রকৃত কল্যাণমুখী কর্মসূচী হিসেবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূচনা হয়, যা সুসংগঠিত হয়ে পর্যায়ক্রমে জন্ম নেয় পেশাদার সমাজকর্ম।

এই ইউনিটের পাঠ গুলো হলো

পাঠ-১৪.১ ঃ পেশার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড
পাঠ-১৪.২ ঃ সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন
পাঠ-১৪.৩ ঃ সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা
পাঠ-১৪.৪ ঃ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন
পাঠ-১৪.৫ ঃ বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা।

পাঠ-১৪.১ ঃ পেশার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি---

- ☞ ১৪.১ঃ১ বৃত্তি ও পেশা কি বলতে পারবেন
- ☞ ১৪.১ঃ২ পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড চিহ্নিত করতে পারবেন
- ☞ ১৪.১ঃ৩ বৃত্তি ও পেশার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারবেন।

১৪.১ঃ১ বৃত্তি ও পেশা

পেশা ফার্সী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ বৃত্তি। এবং ইংরেজী শব্দ রূপে Occupation। বৃত্তি বা Occupation বলতে মানুষ জীবন ধারণের জন্য যা করে তাকেই বুঝায়। এর জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন- কুলি ও মজুরের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু পেশা Profession একটি তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও কারিগরি ধারণা। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে যোগ্যতার প্রশ্ন। মানব জ্ঞানের কোন একটি নির্দিষ্ট শাখায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে, সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে এক কথায় পেশা বলা হয়। এ.ই.বেন (A.E. Benn) এর ব্যবস্থানা অভিধানে উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী পেশা হল অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা বা উপদেশ প্রদানের এমন একটি জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞান অজর্ন করতে হয়। মূলতঃ পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং বিশেষ নীতি ও মুল্যবোধ সম্পন্ন বৃত্তিকে বুঝায়; যা অন্যান্য বৃত্তি হতে পৃথক সত্ত্বা দান করেছে। যেমন- চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল ও শিক্ষকতা প্রভৃতি।

১৪.১ঃ২ পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড ঃ

কোন বৃত্তি বা কাজ পেশায় পরিগণিত হতে হলে এর কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোন বৃত্তি Occupation পেশার Profession মর্যাদা অর্জন করেছে কিনা তা মুল্যায়ন করা হয়। এজন্য এগুলোকে পেশার মানদন্ড ও বলা হয়। পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড আলোচনা করতে গিয়ে R.A. Skidmore ও M.G. Thakerey তাঁদের Introduction to Social work বইয়ে বোয়েম, গ্রীনউড, ইউকেনডেন প্রমুখ মনীষীদের প্রদত্ত মানকাঠির উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মাপকাঠিগুলো বিশ্লেষণ করে পেশার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড পাওয়া যায়।

১. **বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা ঃ** প্রতিটি পেশারই বিশেষ ক্ষেত্রে সুসংগঠিত জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকতে হবে। যে জ্ঞান প্রচারযোগ্য ও মানবকল্যাণে প্রয়োগযোগ্য।

২. **বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য ঃ** পেশাগত জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য পেশাদার ব্যক্তিদের বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন অত্যাবশ্যক।

৩. **জনকল্যাণমুখিতা ঃ** প্রতিটি পেশারই জনগণের কল্যাণ এবং স্বার্থের প্রতি সজাগ থাকতে হয়। জনগনের কল্যাণবিরোধী কোনো বৃত্তিকে পেশা বলা যাবে না।

৪. **পেশাগত দায়িত্ব ঃ** যে কোনো পেশাদার ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে তার পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উন্নতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং অন্যের কাছে প্রচার করা তথা পেশার উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

৫. **পেশাদার প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ঃ** পেশার সামগ্রিক উন্নয়নে ও স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য প্রতিটি পেশারই পেশাদার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থাকা অপরিহার্য যার মাধ্যমে পেশাগত উন্নতি এবং পেশাদার ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৬. **সামাজিক স্বীকৃতি ঃ** যে কোনো বৃত্তি তখনই পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয় যখন রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

৭. **পেশাগত মুল্যবোধ ঃ** পেশার নিজস্ব মুল্যবোধ থাক অপরিহার্য। এ মুল্যবোধের সমষ্টিই একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা সত্তা দান করে।

৮. **নৈতিক মানদন্ড ঃ** পেশদার কর্মীদের দায়িত্ব পালনের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সব পেশারই কতকগুলো নীতিমালা থাকে যা পেশাদার কর্মিগণ মেনে চলেন। এ নীতিমালাগুলোই পেশার নৈতিক মানদন্ড।

৯. **জ্ঞান বাস্তবমুখিতা ঃ** পেশাদার বিষয়ের জ্ঞান সর্বদাই বাস্তবমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। কারণ, জনকল্যাণ সাধন সম্পূর্ণ বাস্তবমুখিতার ওপর নির্ভরশীল।

১০. **ঐতিহাসিক পটভূমিকা ঃ** প্রত্যেক পেশাই সুপ্রতিষ্ঠিত পেশা হিসেবে গড়ে উঠতে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে চলে। ফলে পেশার নিজস্ব ইতিহাস গড়ে উঠে।

১১. **ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ ঃ** প্রত্যেক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা নিজের জন্য যেসব মর্যাদা ও স্বার্থের জন্য চিন্তা করে থাকেন অন্যান্যদের জন্য ঠিক তদ্রুপ চিন্তা করে থাকেন। অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকলের জন্য ব্যক্তিগত দাযিত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ পোষণ করেন।

১৪.১ঃ৩ বৃত্তি ও পেশার মধ্যে পার্থক্য

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী (Profession) এবং বৃত্তি (Occupation) একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাহ্যিক দিক হতে পেশা এবং বৃত্তিকে সম-অর্থবোধক মনে হলেও উভয়ের মাধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বৃত্তিকে বুঝায়। যার কতকগুলো চিকিৎসকের চিকিৎসা, উকিলের ওকালতি ইত্যাদি হল পেশা।

আর বৃত্তি বা Occupation বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকেই বুঝানো হয়। এর জন্য তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা নেই। যেমন- কুলি, মজুর, অদক্ষ কৃষক, গৃহভৃত্য, মাঝি-মাল্লার জীবন ধারণের উপায় ইত্যাদি।

বৃত্তি হচ্ছে জীবন ধারণের সধারণ উপায়, যার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা অর্জন করতে হয় না। কিন্তু পেশার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

কোন পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরবর্তন করতে পারেন না। যেমন একজন চিকিৎসক ইচ্ছা করলেই আইনজীবী হতে পারেন না। অন্যদিকে বৃত্তি সহজে পরিবর্তন কর যায়। যেমন- একজন দিন মজুর ইচ্ছা করলেই তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অদক্ষ কৃষি প্রেমিক বা রিক্সাচালক হতে পারে।

পেশাদার ব্যক্তিকে পেশাগত নীতিমালা, পদ্ধতি, মুল্যবোধ মেনে চলতে হয় কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়।

সার-সংক্ষেপ

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন কোন বৃত্তিকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন বিশেষ বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ও মান নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যুগপৎ অর্জন করে তার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উপায়কে পেশা বলে। প্রত্যেক পেশার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, মানদন্ড ও মর্যাদা আছে যা অন্যান্য পেশা ও বৃত্তি থেকে তাকে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা দান করে। ডাক্তারের ডাক্তারি, উকিলের ওকালতি এবং শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশার কতিপয় উদাহরণ।

পেশার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মনীষীদের প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে পেশার নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১। বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা; ২। বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা ; ৩। পেশাগত দায়িত্ব; ৪। পেশাগত সংগঠন; ৫। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন; ৬। জ্ঞানের বাস্তবমুখীতা; ৭। বিশেষ মুল্যবোধ; ৮। সামাজিক স্বীকৃতি; এবং ৯। নৈতিক মানদন্ড।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিম্নের কোন কাজটি পেশা ?

ক) কুলি মজুরের কাজ খ) অদক্ষ কৃষকের কাজ

গ) দক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসা ঘ) মাঝি মাল্লার কাজ।

২। পেশার জন্য নিচের কোন্ জ্ঞানের আবশ্যক রয়েছে ?

ক) তাত্ত্বিক জ্ঞান খ) ব্যবহারিক জ্ঞান

গ) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ঘ) মাঠ কর্মের জ্ঞান।

পাঠ-১৪.২ ঃ সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি---

☞ ১৪.২ঃ১ সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৪.২ঃ১ সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন

মানব সভ্যতার উষালগ্নেই সমাজকল্যাণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সমাজকল্যাণ একটি পরিপূর্ণ পেশায় একদিনে রূপান্তরিত হয়নি। আধুনিক সমাজকল্যাণ বা পেশাদার সমাজকর্মের শুরু ইউরোপে, আর এর পূর্ণতা ঘটে আমেরিকায়। সেজন্যই আমেরিকাকে সমাজকর্ম পেশার কেন্দ্রস্থল বলে। তাই পেশাদার সমাজকর্মের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন জানতে হলে আমাদের দুটো পটভূমিই আলোচনা করতে হবে।

পেশাদার সমাজকর্মে ইউরোপীয় পটভূমি ঃ সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উন্নীত করার পেছনে ইংল্যাণ্ডের অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইংল্যান্ড দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য কতিপয় বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। এসব আইনের মধ্যে ১৫৩৬, ১৫৭২, ১৫৯৮, ১৬০১, ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন এবং ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বের স্বীকৃতি ও ভূমিকার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বিভারিজ রিপোর্ট সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং ব্যাপক ভিত্তিভূমি রচনা করে।

পেশাদার সমাজকর্মে আমেরিকার পটভূমি ঃ ১৮৭৩ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজসেবা কার্যক্রমের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে দান সংগঠন আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৮৭৮ সালে আর. এইচ. গার্টিনের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক শহরে আমেরিকার সর্বপ্রথম দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়। পরে এ ধরণের বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আমেরিকার শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমস্যার সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত "International congress of Charities, Correction and Philanthropy" সম্মেলনে সমাজকর্মী এনা এল. ডয়েস সর্বপ্রথম সমাজকর্মে পেশাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরনে। ১৮৯৭ সালে ম্যারী রিচমন্ড সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন এবং পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক দান সংগঠন সমিতি কর্তৃক সর্বপ্রথম ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। পরে এ কোর্সকে ৬ মাসের কোর্সে সম্প্রসারিত করে New York School of Social Work এ উন্নীত করা হয় এবং ১৯০৪ সাল থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯০৪ ও ১৯০৮ সালে শিকাগো, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, সেন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজসেবা প্রশাসন স্কুল একই ধরণের সমাজকর্ম স্কুল চালু করে। ঐ সময় হতেই পেশা হিসেবে সামজকর্মের স্বীকৃতি লাভের অগ্রগতি সাধিত হয়।

১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে আমেরিকায় প্রাথমিক ভাবে সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন সৃষ্টি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালের ১লা অক্টোবর ৭টি সংগঠন একত্রিত হয়ে National Association of Social Workers গঠন করে সমাজকর্মীদের জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫১ সালে সমাজকর্মী সংঘের প্রতিনিধিদের অধিবেশনে পেশাদার সমাজকর্মীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশাগত নীতি ও মুল্যবোধ নির্ধারণ করা হয়। ১৯৬০ সালে আমেরিকার সমাজকর্মী সংঘের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যত্র ও এরূপ সভা-সমিতি সংগঠিত হয়। এভাবে সমাজকর্ম পৃথিবীর সর্বত্র সর্বজনস্বীকৃত একটি পেশা হিসেবে আবির্ভুত হয়।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীনকালের সনাতন সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজের জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে পেশাদার সমাজকর্মের কর্মবিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠন আবশ্যক হয়। ফলে ইংল্যান্ডে ১৫৩৬, ১৬০১ ও ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন এবং ১৯৪২ সালে বিভারিজ রিপোর্ট প্রণীত হয়।

তবে একথা সত্য যে, ইংল্যান্ডে পেশাদার সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটলেও আমেরিকাতেই এর পূর্ণতা আসে। এ ক্ষেত্রে ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দানশীলতা সংগঠন সম্মেলনে এনা এল ডয়েস প্রথম সমাজকল্যাণের আধুনিক রূপ এবং মেরী রিচমন্ড এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। সেজন্য ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক দান সংগঠন সমিতি কর্তৃক সপ্তাহব্যাপী এক শিক্ষা কোর্সের আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার সূত্রপাত ঘটে।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালে আমেরিকায় জাতীয় সমাজকর্মী পরিষদ গঠিত এবং ১৯৬০ সালে সমাজকর্মী সংঘের প্রতিনিধিদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যত্র সমাজকর্ম পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সমাজকর্মের উৎপত্তি স্থল কোথায় ?

ক) আমেরিকা খ) ইউরোপ

গ) ইংল্যান্ড ঘ) কানাডা।

২। আমেরিকার দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয় কত সলে ?

ক) ১৮৭৩ সাল খ) ১৮৭৭ সাল

গ) ১৮৭৮ সাল ঘ) ১৮৯৩ সাল।

৩। সর্ব প্রথম কত দিনের সমাজকর্মের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয় ?

ক) ৬ মাসের খ) ৬ সপ্তাহের

গ) ১ বছরের ঘ) কোনটিই নয়।

পাঠ-১৪.৩ ঃ সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা?

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি---

☞ ১৪.৩.ঃ১ সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা তা বলতে পারবেন।

১৪.৩.ঃ১ সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা?

আধুনিক সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম পেশা কি না এ নিয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ও বির্তক রয়েছে। তবু অন্যান্য পেশার বৈশিষ্ট্যর কষ্টিপাথরে আধুনিক সমাজকল্যাণকে বিচার করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য পেশার মতই এটি সকল বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে অর্জন করে একটি শক্তিশালী পেশা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। নিম্নে পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্মকে পেশা বলা যায় কিনা তার আলোচনা করা হল ঃ

১. **বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা ঃ** তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণে সমাজকর্মীদের বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

২. **বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

৩. **পেশাগত দায়িত্ব ঃ** সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যে সমাজকর্মীরা কতকগুলো পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৪. **জনকল্যাণ ঃ** পেশাগত জ্ঞান, যোগ্যতা, নৈপূণ্য ও দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সর্বদা জনগনের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট।

৫. **পেশাগত সংগঠন ঃ** পেশার উন্নয়ন ও সমাজকর্মীদের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য প্রতিটি সমাজেই পেশাগত সংগঠন বিদ্যামন।

৬. **মুল্যবোধ ঃ** সমাজকর্মীদের আচার-আরচণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশাগত সমাজকর্মের কতকগুলো নীতি ও মুল্যবোধ আছে।

৭. **ব্যবহারিক মানদন্ড ঃ** প্রত্যেক পেশারই কতকগুলো ব্যবহারিক মানদন্ড রয়েছে। ১৯৬০ সালে আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্মী সংঘও সমাজকর্মীদের জন্য কতগুলে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৮. **সামাজিক স্বীকৃতি ঃ** সমাজের স্বীকৃতির মধ্যে যে কোন পেশার অস্তিত্ব ও মর্যাদা নিহিত।

৯. **নৈতিক মানদন্ড ঃ** অন্যান্য পেশার ন্যায় সমাজকর্মের ও কতিপয় নৈতিক মানদন্ড আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে- যা বিশ্বব্যাপী সকল সমাজকর্মী মেনে চলে।

১০. **ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ ঃ** বিভিন্ন পেশার ন্যায় সমাজকর্মীগণও পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া সকলের প্রতি নিজের স্বার্থ ও মর্যাদার ন্যায় চিন্তা পোষণ করে থাকে- যা ব্যক্তিগত দাযিত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ হিসেবে কাজ করে।

সার-সংক্ষেপ

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ডের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য পেশার মতই সমাজকর্ম সকল বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে অর্জন করে একটি শক্তিশালী পেশা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সকল পেশার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড গুলো হল যেমন- বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা, বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা, নৈতিক মানদন্ড, পেশাগত দায়িত্ব, জনকল্যাণমুখিতা, পেশাগত সংগঠন, পেশাগত মুল্যবোধ, ব্যবহারিক মানদন্ড, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা ও সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি। পেশার এসকল মানদন্ড সমাজকর্মে পুরোপুরি বিদ্যমান। সুতরাং যুক্তিসংগতভাবেই বলা যায় যে, সমাজকর্ম একটি পেশা।

পাঠ-১৪.৪ ঃ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি---

☞ ১৪.৪ঃ১ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক পটভূমি বা ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

১৪.৪ঃ১ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক পটভূমি বা ক্রমবিকাশ?

মানব ইতিহাসের গোড়া থেকে যে মানবিক অনুভূতির দ্বারা সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক সেই অনুভূতিই বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মতই শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে।

১৯৪৭ সালে প্রথম দেশ বিভক্তির পর তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনে জাতিসংঘে আবেদন জানালে ১৯৫২ সালে এদেশে একদল বিশেষজ্ঞ আগমন করেন। তাঁরা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা জরিপ করে সমাজকল্যাণ ট্রেনিং কোর্সের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ মাসের ট্রেনিং কোর্স চালু হয়। ১৯৫৩ সালে ঢাকার কয়েতটুলীতে ৩ মাসের অনুরূপ ট্রেনিং কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৫ সালে ঢাকা প্রজেক্ট চালু করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ অর্থবছরে শহর সমাজ সেবা কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬৯ সালে আর্মানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় সমাজকর্ম, ১৯৬৩ সালে আন্তঃ সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৬৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর, বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তর হিসাবে পরিচিত।

১৯৫৮-৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে সমাজকল্যাণে এম.এ কোর্স এবং ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষা বর্ষে সমাজকল্যাণে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স খোলা হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ খোলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও IBS রাজশাহীতে সমাজকল্যাণ বিষয়ে M. Phil ও Ph.D কোর্স চালু আছে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজে সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে, স্নাতক শ্রেণীতে পার্স ও অনার্স কোর্স এবং স্নাতাকোত্তর শ্রেণীতে চালু করা হয়েছে। শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জনের জন্য অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্সের প্রতিটিতে ৭০ কর্মদিবস "মাঠকর্ম" চালু আছে।

১৯৭৪ সালে "গ্রামীণ সমাজসেবা" কর্মসূচী চালু করা হয়। বর্তমানে ৪০০ উপজেলায় এই কর্মসূচী চালু আছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ যেভাবে বিবর্তন লাভ করেছে, বাংলাদেশে একই ধারা অনুসরণ করে বর্তমানে এটি পেশাগত ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।

সার-সংক্ষেপ

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মতই শিল্পায়ন ও শহরায়ন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪৭ সালে সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজকল্যাণের উপর ৬ মাসের ট্রেনিং কোর্স চালু হয়। ১৯৫৬ সালে ঢাকার কয়েতটুলীতে ৩ মাসের ট্রেনিং কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা প্রজেক্ট, ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে শহর সমাজসেবা কর্মসূচী, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয় সমাজকর্ম, ১৯৬৩ সালে আন্তঃ সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৬৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তর নামে পরিচিত প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৮-৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে সমাজকল্যাণে এম.এ. কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স খোলা হয়। বর্তমানে ১৯৬৬-৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণে অনার্স কোর্স খোলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও IBS রাজশাহীতে সমাজকল্যাণ বিষয়ে M. Phil I Ph.D কোর্স চালু আছে। শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জনের জন্য অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্সের প্রতিটিতে ৭০ কর্মদিবস "মাঠকর্ম" চালু আছে।

১৯৭৪ সালে 'গ্রামীণ সমাজসেবা' কর্মসূচী চালু করা হয়। বর্তমানে ৪০০টি উপজেলায় এই কর্মসূচী চালু আছে। সুতরাং বলা যায় যে, উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ যে ভাবে বিবর্তণ লাভ করেছে, বাংলাদেশেও একই ধারা অনুসরণ করে এটি পেশাগত ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন–১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কোন্ শিক্ষাবর্ষে সমাজকল্যাণে এম.এ কোর্স চালু হয় ?

ক) ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে খ) ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে

গ) ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে ঘ) ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ শিক্ষাবর্ষে সমাজকল্যাণে অনার্স কোর্স চালু হয় ?

ক) ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে খ) ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে

গ) ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে ঘ) ১৯৬৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষে।

৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ শিক্ষাবর্ষে সমাজকল্যাণে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হয় ?

ক) ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে খ) ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে

গ) ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে ঘ) ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে।

৪। বর্তমানে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে কত দিনের মাঠ কর্ম চালু আছে ?

ক) ৭০ কর্ম দিবস খ) ৬০ কর্ম দিবস

গ) ৮০ কর্ম দিবস ঘ) ৯০ কর্ম দিবস।

পাঠ-১৪.৫ ঃ বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা?

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি---

☞ ১৪.৫ঃ১ বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা?

১৯৫৩ সালে তিন মাসের সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করার মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটে। নিম্নে পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্মকে পেশা বলা যায় কি না তা আলোচনা করা হল ঃ

১. **বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা ঃ** বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মীদের তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থেকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

২. **বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা ঃ** এদেশে পেশাদার সমাজকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্ম শিক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রয়োগ কৌশল অর্জনের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়।

৩. **পেশাগত দায়িত্ব ঃ** এদেশে পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য সমাজকর্মীরা সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়োজিত থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৪. **জনকল্যাণমুখিতা ঃ** এদেশে সমাজকর্মের লক্ষ্য হল সংগঠিত উপায়ে সমাজের সকল মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কল্যাণমুখী সমাজ গড়ায় সাহায্য করা।

৫. **পেশাগত সংগঠন ঃ** এদেশে পেশার মনোন্নয়ন ও পেশাদার সমাজকর্মীদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য পেশাদার সংগঠন রয়েছে।

৬. **নৈতিক মানদন্ড ঃ** এদেশে পেশাদার সমাজকর্মীরা নিজেদের পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজকর্মের স্বীকৃত নৈতিক মানদন্ড অনুসরণ করে থাকে।

৭. **ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ ঃ** বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মীরা এক্ষেত্রে নিয়োজিত সবার জন্য একই ধরনের স্বার্থ ও মর্যাদার কথা চিন্তা করে এবং এ লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে। অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে নিয়োজিত সবার জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিবোধ পোষণ করে।

৮. **সামাজিক সমর্থন ঃ** বাংলাদেশের সমাজসেবা পরিদপ্তর যেহেতু জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে সেহেতু সমাজকর্মের প্রতি সমাজের মানুষের ঐকান্তিক সমর্থন রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে পেশার সবগুলো বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মে বিদ্যমান। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার যে, এদেশের সমাজকর্মে পেশার সব বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তবে স্বীকতি না পেলেও বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা। সেদিন বেশী দুরে নয় যে, বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি মর্যাদাবান পেশা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকর্ম পেশা কিনা তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তদুপরি বাংলাদেশে সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটেছে অতি সম্প্রতি। ফলে এটি এদেশে পেশাদারী মান অর্জন করেছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য পেশার বৈশিষ্ট্যসমুহ জানা দরকার। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত পেশার বৈশিষ্ট্যসমুহ হল-

১। বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা; ২। বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা; ৩। পেশাগত দায়িত্ব; ৪। পেশাগত সংগঠন; ৫। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন; ৬। জ্ঞানের বাস্তবমুখীতা; ৭। বিশেষ মুল্যবোধ; ৮। সামাজিক স্বীকৃতি; এবং ৯। নৈতিক মানদন্ড।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সমাজকর্মে বিদ্যমান। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার যে, এদেশের সমাজকর্মে পেশার সব বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তবে স্বীকৃতি না পেলেও বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা। সেদিন বেশী দুরে নয় যে, বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি মর্যাদাবান পেশা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের অবস্থান কি?

ক) স্বীকৃতি পেয়েছে খ) স্বীকৃতি পায়নি

গ) স্বীকৃতি লাভের পর্যায়ে ঘ) স্বীকৃতি পাবে না।

২। বাংলাদেশের প্রথম কয় মাসের সমাজকর্মের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়।

ক) দুই মাসের খ) তিন মাসের

গ) চার মাসের ঘ) পাঁচ মাসের।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃত্তি কী?

২. পেশা কী?

৩. বৃত্তি ও পেশার মধ্যে পার্থক্য কী?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ডগুলো আলোচনা করুন? উঃ ১৪.১ঃ২

২. সমাজকর্ম পেশার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন বর্ণনা করুন? উঃ ১৪.২ঃ১

৩. সমাজকর্ম একটি পেশা কি-না- যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন? উঃ ১৪.৩ঃ১

৪. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক পটভূমি বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন? উঃ ১৪.৪ঃ১

৫. বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পেশা কিনা? যুক্তিসহ আলোচনা করুন। উঃ ১৪.৫ঃ১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১৪.১	ঃ	১) গ	২) গ		
পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১৪.২	ঃ	১) খ	২) গ	৩) খ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১৪.৪	ঃ	১) ক	২) ক	৩) গ	৪) খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫	ঃ	১) খ	২) খ		